জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
Jahangimagar University Co-operative Housing Society Ltd.
Savar, Dhaka, 1342

৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা

১০ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদকের

বার্ষিক প্রতিবেদন

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ
ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে সশ্রদ্ধ সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ (অরুণাপল্লী)'র সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের সুস্বাস্থ্য এবং সার্বিক মঙ্গল কামনা করে ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানাই।

শ্রদ্ধেয় সদস্যবৃন্দ
আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ব্যাপক প্রত্যাশিত, উৎসাহের এবং আনন্দের। আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের এই উপস্থিতি, গঠনমূলক আলোচনা এবং মূল্যবান পরামর্শ এই সোসাইটিকে প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত, পরিবেশবান্ধব ও বাসযোগ্য দেশের শ্রেষ্ঠ আবাসস্থল হিসাবে গড়ে তোলার চলমান প্রচেষ্টায় বিশাল অবদান রাখবে। আমাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা আপনারা নানাবিধভাবে এই অবদান অব্যাহত রাখবেন।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ
স্বজন হারানো সব সময় শোকাবহ, বেদনাদায়ক ও গভীর দুঃখের। আমাদের জানামতো এ বছর ২(দুই) জন সম্মানিত সদস্য পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। তাঁরা হলেন: ১। জনাব আনোয়ার আসিফ খান ২। জনাব আশরাফ আলী খান (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। আমরা তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। এই ২জন স্বজনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় উপস্থিত সবাইকে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের অনুরোধ করছি।

প্রিয় সদস্যবৃন্দ
এ বছর প্লট/প্লটের অংশ হস্তান্তর ও ক্রয়/হেবা সূত্রে আমরা মোট ৬৮ (আটষট্টি) জন নতুন সদস্য লাভ করেছি। আমি সানন্দ চিত্তে আপনাদের সম্মুখে নতুন সদস্যগণের একটি তালিকা উপস্থাপন করছি: তাঁরা হলেন: জনাব মোহাম্মদ কাউসার হোসেন (প্লট নং: ৩২৮/বি), জনাব মোঃ আল রেজওয়ান তালুকদার (প্লট নং-৩০১), জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম (প্লট নং-৩০১), মোসাঃ শারমিন আক্তার সুপ্তা (প্লট নং-১৮৯/পশ্চিম), জনাব রুমানা আহমেদ (প্লট নং-১৮৯/পশ্চিম), জনাব আবু নূর মোঃ ফয়সাল (প্লট নং-৩০১), জনাব হোসনে আরা বেগম (প্লট নং-২৪৫), জনাব সাবরীনা শারমীন (প্লট নং-১২৪/এ), জনাব মাসুমা খান (১২৪/এ), জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন (প্লট নং-২৬১), জনাব জোবাইদা খান (প্লট নং-৩০১), জনাব শেরমীন কবির (প্লট নং-১৮), জনাব জেসমিন সোনিয়া চৌধুরী (প্লট নং-১৮), জনাব আইরিন তারানা কবির (প্লট নং-১৮), জনাব নাসিমা বেগম (প্লট নং-১১০), জনাব কানিজ ফাতেমা (প্লট নং-২৬১), জনাব মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন (প্লট নং-১৯৭/এ), জনাব শামীমা আদনান (১৯৭/বি), জনাব সাইদুর রহমান (১৯৭/বি), জনাব কাজী রাসেল উদ্দিন (প্লট নং-১৯৭/বি), জনাব মোঃ মামুন-অর-রশিদ (প্লট নং-১৯৭/বি), জনাব আসাদুজ্জামান শুভ (প্লট নং-১৯৭/বি), জনাব তামান্না তাজিম তুলি (প্লট নং-১৯৭/বি), জনাব সাদিকা সাবিরা (প্লট নং-৩২৩), জনাব হোসনে আরা বেগম (প্লট নং-২৪৫), জনাব আছিয়া সুলতানা (প্লট নং-২৬৪), জনাব শ্মীতা আজাদ (প্লট নং-২০০), জনাব অনন্য আজাদ (প্লট নং-২০০), জনাব মৌলি আজাদ (প্লট নং-২০০), জনাব নিশাত পারভেজ (প্লট নং-১৯৭/এ), জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন (প্লট নং-১৯৭/এ), জনাব আনিজা সুলতানা (প্লট নং-১৩৯), জনাব সেহেলী সুলতানা (প্লট নং-১৩৯) জনাবদ সাঈদ আলী আশরাফ (প্লট নং-১৩৯), জনাব সাঈদ মোস্তফা কামাল (প্লট নং-১৩৯), জনাব এস এম সামসুল আলম (প্লট নং-১১০), জনাব সাবিনা ইয়াসমিন (প্লট নং-৭৮/বি), জনাব ফেরদৌস হাসান (প্লট নং-৩০১), জনাব শেহরীন আহমেদ (প্লট নং-০২), জনাব হাসনাইন শেরসাদ আহমেদ (প্লট নং-০২), জনাব মালা রানী দাস (প্লট নং-২৮৪), জনাব হরিসঙ্কর দাস (প্লট নং-২৮৪), জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ শরিফ (প্লট নং-২৮৪), ডাঃ সানজিদা মৌরিন (প্লট নং-২৬১), জনাব মোঃ আব্দুস সালাম (প্লট নং-৬/এ), জনাব আব্দুর আলিম (প্লট নং-৬/এ), জনাব এস এম ফয়জুল কাদির (প্লট নং-৬/এ), ড. মোঃ আমিনুর রহমান (প্লট নং-৬/বি), ড. জহিরুল ইসলাম খন্দকার (প্লট নং-৬/বি), জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ (প্লট নং-৬/বি), জনাব মোঃ আওয়াল আল কবির (প্লট নং-৬/বি), জনাব দেওয়ান নেওয়ামুল কবির (প্লট নং-৬/বি), অধ্যাপক ড. রাশেদা আখতার (প্লট নং-২৯০/ডি), অধ্যাপক ড. লায়লা হাসিন (প্লট নং-১২০), অধ্যাপক ড. রবিউল ইসলাম (প্লট নং-১০৩), জনাব লক্ষি রানি কুন্ডু (প্লট নং-১০৩), অধ্যাপক ড. মোঃ শাখাওয়াত হোসেন (প্লট নং-১০৩), অধ্যাপক ড. আসমা আহমেদ ওয়াবেছি (প্লট নং-১০৩), জনাব মোঃ সিফাত আর সালান (প্লট নং-১০৩), অধ্যাপক ড. মাহফুজা মোবারক (প্লট নং-১০৩), জনাব ইশরাত জাহান (প্লট নং-২৯৭), জনাব পারভীন জাহান (প্লট নং-২৯৭), জনাব মৌ বণিক (প্লট নং-২৯৭), জনাব বিদুৎ কুমার সরকার (প্লট নং-২৯৭), জনাব স্বর্নালী বসাক (প্লট নং-২৯৭), জনাব মোঃ সাজ্জাদুল করিম চয়ন (প্লট নং-২৯৭), অধ্যাপক ড. মোঃ শামীম কায়সার (প্লট নং-২৯৭), জনাব হাফসা মাহবুব (প্লট নং-১১২)। আমি নতুন সদস্যগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ও সোসাইটির উন্নয়নে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রিয় সদস্যবৃন্দ
এ বছর ব্যবস্থাপনা কমিটির ১টি বিশেষ ও ১টি জরুরি সভাসহ সর্বমোট ১৫ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বছরব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাস্তবায়িত ও চলমান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের সামনে এখন উপস্থাপন করছি:

০১। নিরাপত্তা ব্যবস্থা

সব সময় সোসাইটির নিরাপত্তা সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়। এবারো তার ব্যত্যয় ঘটেনি। পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবস্থাপনা কমিটি এ ব্যাপারে যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবসময় সক্রিয় এবং নিরাপত্তা প্রহরী ও সি.সি.টি.ভি ক্যামেরার সমন্বয়ে সোসাইটির অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিলো। এই লক্ষ্যে সোসাইটির অভ্যন্তরে স্থাপিত আইপি ক্যামেরাসমূহ মেরামত করে সচল রাখা হয় এবং কয়েকটি নতুন ক্যামেরা ক্রয় করে স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ৩টি কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে সারাক্ষণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সি.সি.টি.ভি-র পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে।

০২। সোসাইটির মামলা পরিচালনা

আপনারা অবগত আছেন যে, সোসাইটির চলমান মামলাগুলোর মধ্যে এই বছর ৩টি মামলার স্বাক্ষ্য গ্রহণসহ ১টিতে সোসাইটির পক্ষে রায় হয়েছে। কলমা মৌজায় অবস্থিত কোর্ট-অব ওয়ার্ডসের ২১টি প্লট/প্লটের অংশ বিশেষ (২৪জন বাদী) মামলার সোসাইটির পক্ষে রায় এসেছে। রায়ের কপি হাতে পাওয়ার পরে নামজারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও সরকারের সাথে বিরোধপূর্ণ রায়কৃত মামলাগুলোর পরবর্তী কার্যক্রম (মিসকেইস) চলমান আছে। পরবর্তী নামজারী, পর্চা, খাজনা ইত্যাদি কার্যক্রমও চলমান আছে। অতিদ্রুত মামলার অবশিষ্ট কার্যক্রম শেষ করার সর্বোচ্চ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে এবং আশা করছি মামলাগুলোর স্বল্প সময়ে নিষ্পত্তি হবে।

০৩। ভৌত উন্নয়ন, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

সোসাইটির ২নং গেইটের এপ্রোচ রোডের ১৬৫ ফুট রাস্তা পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। এই পুনঃনির্মাণে বাঁশ, ড্রামসিট, জিওসিট ব্যবহার এবং প্যালাসেটিং করার পর জিও ব্যাগে বালু ভরে রাস্তায় ভরাট করা হয়। পরবর্তীতে ইট দিয়ে হেরিংবোন আকারে সেট করা হয়।

সোসাইটির অভ্যন্তরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এবছরও প্রায় ৬০০ রানিং ফুট আর.সি.সি (পাকা) পাইপ দিয়ে ড্রেইন নির্মাণ করা হয়েছে। এপর্যন্ত সর্বমোট প্রায় ৫.২৮ কিলোমিটার ড্রেইনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০০০ রানিং ফুট পয়নিষ্কাশন ড্রেইন এবং ৪০ টি পিট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। গাড়ির গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য সোসাইটির বিভিন্ন রাস্তায় ১২ টি স্পীড ব্রেকার নির্মাণ করা হয়েছে। নিয়মিত পাকা ড্রেইন নির্মাণ ও কাঁচা ড্রেইন সংস্কার অব্যাহত থাকায় সোসাইটির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে ভবিষ্যতেও নিয়মিত ড্রেইন নির্মাণ অব্যাহত থাকবে।

সোসাইটির পূর্বমূখী এপ্রোচ রোডটি গাড়ী চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানিতে রাস্তার অনেক ক্ষতি হয়। ক্ষতিগ্রস্থ পাকা রাস্তার বিভিন্ন জায়গা কার্পেটিং করাসহ নানাভাবে সংস্কার করে পুনরায় গাড়ী চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে। এছাড়াও বড় যানবাহন চলাচল বাধাগ্রস্থ করার জন্য ২টি বার স্থাপন করা হয়। বর্তমানে উক্ত রাস্তা দিয়ে শুধুমাত্র সোসাইটির ষ্টিকারযুক্ত হালকা যানবাহন চলাচলের অনুমতি পায়। সোসাইটির অবশিষ্ট রাস্তাসমূহ পর্যায়ক্রমে সংস্কার, নির্মাণ, কার্পেটিং করার পরিকল্পনা রয়েছে। যা ধারবাবিহকভাবে সম্পন্ন করা হবে।

অফিস সংলগ্ন পুকুরের পশ্চিম পাড়ের (১৫২ ফুট লম্বা) ভাঙ্গন রোধ করার জন্য পুকুর পাড় বাঁধাই করা হয়। পরবর্তীতে পুকুর পাড়ে ছন ও বেত জাতীয় গাছ লাগানো হয়, যা পুকুরের পাড়কে আরো সুদৃঢ় করবে।

পয়নিষ্কাশন ড্রেইনের পানি সঠিকভাবে প্রবাহিত হওয়ার জন্য ড্রেইনের পুরাতন পিট গুলোকে পরিষ্কার করা হয়। সোসাইটির রাস্তার দু'পাশের আগাছা পরিষ্কার করা হয়। মেইন রোড এবং সাব রোডের মার্কিং এর কাজ শেষ হয়েছে। অফিস, মাল্টিপারপাস হল, জলমাঁচা, সোসাইটির অভ্যন্তরের সকল বসার বেঞ্চ সংস্কার ও রং করা, সাইন বোর্ড এবং রোড সাইন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও সোসাইটির সীমানা প্রাচীর ও নিরাপত্তা বেষ্টনীর কাজ খুব দ্রুতই শুরু হবে।

সোসাইটির নীতিমালা অনুসারে বাড়ি নির্মাণ তদারকির লক্ষ্যে সোসাইটির অভ্যন্তরে বাড়ি নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিদর্শন জোরদার করা হয়েছে।

সোসাইটির ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পরিমাপে বিশেষজ্ঞ টিমের সাহায্যে সোসাইটির ভূর্গভস্থ পানির স্তর পরিমাপ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

০৪। সোসাইটির যানবাহন

বর্তমানে সোসাইটির ২টি মাইক্রোবাস, ২টি মটর সাইকেল ও ৩টি বাই-সাইকেল আছে। রাতে নিরাপত্তা টহলের জন্য মোটর সাইকেল ব্যবহার করা হয়। মাইক্রোবাসগুলো সোসাইটির অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের দৈনন্দিন যাতায়াত ব্যবস্থায় ও জরুরি স্বাস্থ্যসেবায় সহায়ক ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিত বাস সেবা সমিতির যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সমিতির সদস্যদের জন্য নতুনভাবে হলোগ্রাম ও বার কোর্ড সম্বলিত যানবাহন পাশ/স্টীকার তৈরি করে সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে যানবাহন পাশ/স্টীকার কেউ নকল করতে পারবে না। ভবিষ্যতে সোসাইটির কলেবরের উপরে ভিত্তি করে সদস্যদের জন্য একটি বাস/মাইক্রোবাস ক্রয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এতে করে সোসাইটিতে যাওয়া-আসা আরো সহজ হবে।

০৫। সোসাইটির বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন

সোসাইটির অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন মাফিক বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় ও ট্রান্সফরমার মেরামতসহ ১টি নতুন ট্রান্সফরমার ক্রয় করা হয়। সোসাইটির অভ্যন্তরে বসবাসরত সকলের রাতে নিবির্ঘ্নে চলাচলের লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ৪৪টি ৫০ ওয়াটের স্ট্রীট লাইট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও সোসাইটির অফিস

বিল্ডিং-এ বজ্র নিরোধক আর্থিং স্থাপন করা হয়। সোসাইটির অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক সমস্যা দেখা দিলেও যাতে রাতে চলাচলের কোনো সমস্যা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সোলার লাইট লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করছি এতে করে যেকোনো অবস্থায় সোসাইটির নিরাপত্তাসহ চলাচলের সমস্যা হ্রাস পাবে।

০৬। সোসাইটির ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নয়ন

সোসাইটির অভ্যন্তরে ইন্টারনেট সংযোগ নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন রাখার বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সেবার মান উন্নয়নে ড্যাফোডিল অনলাইনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে এবং ড্যাফোডিল অনলাইনের মাসিক চার্জ ৭০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৬০০ টাকা করা হয়েছে। গ্রাহকগণের ইন্টারনেট সংযোগ সংশ্লিষ্ট যেকোনো সমস্যা যেন দ্রুত সমাধান করা হয় সে বিষয়ে সার্বক্ষণিক নজরদারি রাখা হচ্ছে ও নতুন সংযোগ চাওয়া মাত্রই স্বল্পতম সময়ে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সোসাইটির টেলিফোন ও ইন্টারনেটে সংযোগের ক্ষেত্রে সোসাইটির অনুরোধে বিটিসিএল-এর সংযোগ স্থাপন করা হয়। ইতোমধ্যে প্রায় ১০০টি সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে চাহিদা অনুসারে আরোও বিটিসিএল লাইন প্রদান করা হবে।

০৭। সমন্বিত অটোমেশন

বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর সোসাইটির প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক, সহজ, স্বচ্ছ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সমন্বিত ডিজিটাল অটোমেশন প্রক্রিয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই অটোমেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সদস্য, ভাড়াটিয়া, বুকিং ব্যবস্থাপনা, সার্বিক যোগাযোগ, আর্থিক লেনদেন ইত্যাদি অনলাইনে করা যাবে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে দলিল, নথিপত্রসহ সবধরনের গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস সংরক্ষণ করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিজিটালকরণ প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। চূড়ান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাশেষে অচিরেই আনুষ্ঠানিকভাবে ডিজিটাল প্রক্রিয়া চালু করা হবে। এই প্রক্রিয়া চালু হলে তথ্য সংরক্ষণ, যোগাযোগ সহজ হবে, প্রশাসনিক কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং সেবার মান উন্নত হবে। ডিজিটাল পদ্ধতি প্রস্তুতির সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু সাঈদ মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান (চয়ন) ও তাঁর টিম। আমরা অধ্যাপক সাঈদ ও তাঁর টিমকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

০৮। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

সোসাইটির সকলের নিরাপত্তা ও বজ্রপাত এড়াতে প্রায় ৩,০০০ তালের বীজ এবং শতাধিক কাঁঠাল চারা রোপন করা হয়েছে। সোসাইটির মূল প্রবেশপথ আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন করার জন্য রাস্তার দুপাশে শোভাবর্ধক নানাবিধ গাছ রোপনসহ নিজস্ব প্লটের (২৫ নং) পশ্চিম প্রান্তে দৃষ্টিনন্দন প্রাকৃতিক নামফলক স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও 'অরুণাপল্লী শিশু বিকাশ কেন্দ্র' (উৎকর্ষ) এর তত্ত্বাবধানে শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গত ১৬ আগস্ট ২০২৫ ইং তারিখে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়।

০৯। মৎস্য চাষ ও পানি ব্যবস্থাপনা

সোসাইটিতে দুটি পুকুরে মাছের চাষ ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শে পরিচর্যা করা হয়। এ বছর রুই, কাতল, মৃগেল, কালিবাউশ, তেলাপিয়া এবং পুঁঠিসহ বিভিন্ন দেশীয় মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে। মাছ চাষে অধিকতর যত্নবান হওয়ায় এবছর মৎস্য চাষ অধিকতর সফল হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

১০। অরুণাপল্লী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

অরুণাপল্লীবাসীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০২৫ সনের আগস্ট মাস থেকে এখানকার শপিং কমপ্লেক্সের দোতলায় একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বর্তমানে একজন নার্সকে ক্ষণকালীনভাবে নিয়োগ দিয়েছে ব্যবস্থাপনা কমিটি। সপ্তাহে ৬ দিন বিকেলে কর্তব্যরত নার্স মৌলিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক পরামর্শ দিচ্ছেন এবং জরুরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম, যেমন: আঘাতের প্রাথমিক চিকিৎসা, ড্রেসিং, সেলাই বা স্টেপল অপসারণ, নেবুলাইজেশন করা ইত্যাদি সেবা প্রদান করছেন। নার্সের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে অরুণাপল্লীবাসী কয়েকজন চিকিৎসকের মাধ্যমে নির্ধারিত দিনে চিকিৎসা পরামর্শ নিতে পারে। অরুণাপল্লী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের কার্যক্রম ভবিষ্যতে আরো সম্প্রসারিত করা হবে। নার্স/প্যারামেডিকের পূর্ণকালানী নিয়োগ, সকালে ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা, ইপিআই টিকা কার্যক্রম এবং অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের সুবিধা নিয়ে আসার বিষয়ে অরুণাপল্লী ব্যবস্থাপনা কমিটি ইতিমধ্যে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অধ্যাপক ডা শাকিল আখতারসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির কয়েকজন সদস্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ অবদান রাখেন। অধ্যাপক ডা শাকিল আখতার, ডা নিহারিকা হাসনাইন, ডা সৈয়দা মাশরুরা তানজিম, ডা শায়লা আফরোজ, ডা কাজী তুবায়ে মুজাসফিয়া তুবা ও অন্যান্য ডাক্তারগণ এই কেন্দ্রে প্রয়োজন মাফিক চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ প্রদান করেন। আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

১১। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বিভিন্ন কর্মসূচি

'উৎকর্ষ' পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় এবছরেও সোসাইটির অভ্যন্তরে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। 'অরুণাপল্লী শিশু বিকাশ কেন্দ্র' (উৎকর্ষ)-এর তত্ত্বাবধানে চিত্রাংকন, প্রমিত উচ্চারণ ও আবৃত্তি, সঙ্গীত, কারাতেসহ নানাবিধ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বছরব্যাপী উৎকর্ষ-এর উদ্যোগে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। উৎকর্ষ নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পহেলা ফাল্গুন ও ভালোবাসা দিবস উদযাপন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এছাড়াও সোসাইটির অভ্যন্তরে বসবাসকারী শিশুদের টিকা প্রদান ও ভিটামিন ক্যাপসুল খাওয়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। শিশু কিশোরদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। সোসাইটির শিশুদের পরিবেশের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে অরুণাপল্লী শিশু বিকাশ কেন্দ্র (উৎকর্ষ)'র তত্ত্বাবধানে ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ ইং তারিখে'পরিচ্ছন্নতা অভিযান' পরিচালিত হয়। উৎকর্ষ স্বউদ্যোগে উপরিউক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আমরা উৎকর্ষের কল্যাণমূলক কর্মতৎপরতাকে সাধুবাদ এবং সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

১২। অপরাজিতা ক্লাব গঠন ও বিভিন্ন কর্মসূচি

২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত অপরাজিতা ক্লাব সোসাইটির অভ্যন্তরে নানাবিধ সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। অপরাজিতা ক্লাব নিয়মিতভাবে সোসাইটিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, রোজার মাসে মসজিদে ইফতার পার্টির আয়োজন, শিশু-কিশোরদের জন্য চড়ুইভাতি উৎসব আয়োজন, শীতকালে সদস্যদের নিজ হাতে তৈরী পিঠা দিয়ে উৎসব আয়োজন, পহেলা বৈশাখ উদযাপন, নারীদের শরীরচর্চার নিমিত্তে ইয়োগা প্রোগ্রাম চালুকরণসহ গতবছর নোয়াখালী অঞ্চলে আকস্মিক বন্যায় ক্ষতি গ্রস্থের জন্য ত্রাণবিতরণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও এই ক্লাবের সম্মানিত সদস্য ডাঃ আফসানা করিম সোসাইটিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। অপরাজিতা ক্লাব সোসাইটিতে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি সোসাইটির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকেও বিশেষভাবে নজরদারি রেখেছে। অপরাজিতা ক্লাবের স্বউদ্যোগে উপরিউক্ত কল্যাণমূলক কর্মতৎপরতাকে সাধুবাদ এবং সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

১৩। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি পেশ ও উৎসব আয়োজন

সোসাইটির পক্ষ থেকে বিজয় দিবস (১৬ ডিসেম্বর) ও মহান স্বাধীনতা দিবস (২৬ শে মার্চ) এ জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয় এবং ২১ শে ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং মাতৃভাষা দিবসে সোসাইটির অভ্যন্তরে অস্থায়ী শহীদ মিনার স্থাপন করে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়।

গত শীত মৌসুমে ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে সাড়াজাগানো দিনব্যাপী জমজমাট পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এবারেও পিঠা উৎসব আয়োজন করা হবে। আপনাদের অংশগ্রহণ একান্ত কাম্য।

১৪। অডিট রিপোর্ট

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সমবায় অফিস কর্তৃক অডিটকার্য সম্পন্ন করা হয়। উক্ত অডিট রিপোর্ট সম্পাদকের প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত আছে। অডিট রিপোর্টে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান উল্লেখের পাশাপাশি কিছু পর্যবেক্ষণও তুলে ধরা হয়েছে। উল্লিখিত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী সময়ে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৫। সোসাইটির বকেয়া আদায়

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে সদস্যদের একাধিকবার চিঠি দেয়া হয়। বকেয়া আদায়ের জন্য সম্মানিত সদস্যদের ফোনের মাধ্যমেও তাগিদ দেয়া হয়। অনেকেই বকেয়া আংশিক বা পুরোপুরি পরিশোধ করেছেন। আবার কেউ কেউ সাড়া দেননি। এই সোসাইটির অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম এখনও অসমাপ্ত। সবাই নিয়মিত বকেয়া পরিশোধ করলে উন্নয়ন কর্মকান্ড তরান্বিত হবে এবং সোসাইটি পরিচালনা সহজ ও গতিশীল হবে। এই বিষয়ে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

১৬। বাড়ি নির্মাণে 'অনাপত্তিপত্র বা প্রাথমিক অনুমতি' প্রদান

সোসাইটির অভ্যন্তরে এ বছর নতুন করে ৪ টি বাড়ি নির্মাণে প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী 'অনাপত্তি পত্র বা প্রাথমিক অনুমতি' দেয়া হয়। সোসাইটিতে জমাকৃত নকশা মোতাবেক অনেকগুলি বহুতল ভবনসহ বাড়ি নির্মাণ কাজ চলছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ২৭.০৮.২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় ও ২৫.১২.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) তলা পর্যন্ত (G+5, প্রতি তলায় ২টি করে সর্বোচ্চ ১০টি ফ্ল্যাট) বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়। সোসাইটিতে বাড়ি নির্মাণে 'অনাপত্তি ছাড়পত্র বা প্রাথমিক অনুমতি'র ক্ষেত্রে এই নীতিমালা অনুসরণ অব্যাহত রয়েছে। সোসাইটির হাউজিং পরিকল্পনা রাজউকের আওতাধীন হওয়ায় রাজউকের পরামর্শ মতে সোসাইটির বিভিন্ন নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়।

১৭। মসজিদ, কবরস্থান, মালটিপারপাস ভবন, অফিসভবন ও শপিং এলাকা উন্নয়ন ও সংস্কার

মসজিদ, কবরস্থান, মালটিপারপাসভবন, অফিসভবন ও শপিং এলাকা উন্নয়ন, সংস্কার ও আধুনিকায়নের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। মসজিদের প্রয়েজনীয় মেরামত ও অধিক সদস্যদের স্থান সংকুলানের জন্য সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মসজিদকে একটি কমপ্লেক্সে পরিণত করা হবে। পুরুষ ও মহিলার প্রবেশপথ, নামাজের জায়গা, টয়লেট আলাদা থাকবে। মহিলাদের জন্য আলাদা একটি কক্ষ, মৃত ব্যক্তির গোসলের আলাদা জায়গা, মসজিদ কমপ্লেক্সে ২টি ওয়ান বেডরুম এবং ১টি টু বেডরুম ফ্ল্যাটও থাকবে।

মালটিপারপাসভবন সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হবে। এই ভবনের প্রবেশপথ আলাদা হবে। এই ভবনের আশ-পাশ প্রাকৃতিক শোভামন্ডিত করে বিশ্রাম বা আড্ডা মারার ব্যবস্থা থাকবে। মালটিপারপাসভবনে মহিলা ও পুরুষের জন্য দুটি আলাদা ক্লাব করা হবে।

মসজিদ ও মালটিপারপাসভবন উন্নয়ন ও সংস্কার করার জন্য ইতোমধ্যে আর্কিটেক্সারাল ও স্ট্রাক্সারাল ডিজাইন করা সম্পূর্ণ হয়েছে। কবরস্থান, অফিসভবন ও শপিং এলাকার উন্নয়ন, সংস্কারের ডিজাইন ও অফিস সংলগ্ন পুকুরে সুইমিংপুল করার কাজ চলছে। এই সবগুলো ডিজাইনের কাজ করছেন বিখ্যাত আর্কিটেক্ট জনাব ইকবাল হাবিব। আমরা জনাব হাবিবের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রদ্ধেয় সদস্যবৃন্দ

বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটির এটি প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা। সোসাইটির কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে, সমস্যা ও কাজের পরিধিও বাড়ছে। নানাবিধ কার্যক্রম ও সমস্যা সমাধানে সোসাইটির সদস্যগণের সমন্বয়ে কয়েকটি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। উপকমিটিগুলোর সদস্যগণ সততা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করছেন। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে তা সুরাহা করেন।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

সোসাইটিকে ঘিরে আপনাদের মনেও রয়েছে নানান স্বপ্ন ও পরিকল্পনা। আপনাদের গঠনমূলক আলোচনায় সেসব অবগত হওয়া সম্ভব হবে। আপনারা প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করলে আমরা সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে নিশ্চয়ই সক্ষম হবো। ভবিষ্যতে সোসাইটির শিশুদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা, মেডিকেল সেন্টার স্থাপন ও অফিস স্থাপনার কলেবর বৃদ্ধির জন্য সোসাইটির পূর্বপার্শ্বের জমি ক্রয় করা প্রয়োজন। এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার জন্য আপনাদের বিনীত অনুরোধ করছি। সোসাইটির সার্বিক উন্নয়ন ও পরিচালনা কর্মকান্ডে আপনাদের অংশগ্রহণ ও একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি। দীর্ঘক্ষণ আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। ইংরেজী নববর্ষ-২০২৬ সালকে স্বাগত জানাই। আপনাদের জন্য রইল নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অনেক অনেক শুভকামনা। আপনারা ভালো থাকবেন। সুস্থ থাকবেন।

ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে
ধন্যবাদসহ,

(অধ্যাপক ড. মোঃ সোহেল রানা)
সাধারণ সম্পাদক
জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
(অরুণাপল্লী), সাভার, ঢাকা।